بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

আন নাফির বুলেটিন -২৭

পরিবেশনায়

যুলকাদাহ ১৪৩৯ হিজরী

আল্লাহওয়ালা আলেমগণ ও হারিয়ে যাওয়া শ্রদ্ধা

আহলে ইলমদেরকে সম্মান করা এই উম্মতের মহান পূর্বসূরীদের নীতি, যে উম্মত আজ দ্বীন ও আদর্শের কথিত রক্ষকদের হাতে ধ্বংসাত্মক বেচা-কেনার শিকার।

এক্ষেত্রে অতীতে দ্বীনের বাহকগণ যে নীতির উপর চলেছেন এবং আমাদের প্রথম প্রজন্ম যে আদর্শ অনুসরণ করেছেন, তা ইমাম আবু জাফর তাহাবী রহ. তার প্রসিদ্ধ কিতাব 'আকিদাতু আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ' নামক কিতাবে স্পষ্ট করেছেন। তিনি (আল্লাহ তার উপর রহমত বর্ষণ করুন) বলেন: 'প্রথম যুগ ও তার পরবর্তী যুগের পূর্বসূরী উলামা, পুণ্যবান ইতিহাসবিদ, ফিকহবিদ ও গবেষকগণের ভাল আলোচনা ব্যতিত কোন আলোচনা করা যাবে না। যে মন্দভাবে তাদের আলোচনা করে, সে বিপথগামী।'

শায়খ আব্দুর রহমান আস-সা'দী রহ. উল্লেখ করেছেনঃ 'এই উম্মত উলামায়ে কেরামের সম্মান করাকে দ্বীন মনে করে, যারা হলেন উম্মতের পথের দিশারী'।

এ ধরণের পরিস্কার কথাগুলো আমাদের সামনে সেই নীতি স্পষ্ট করে, যা সকল মুসলমানেরই মেনে চলা উচিত। বিশেষ করে ইসলামের নেতৃবৃন্দ, দায়িত্বশীল, সেবক ও রক্ষকদের। কারণ আজ উলামাদের রক্তকে হালাল করে নেওয়া হয়েছে। তাদের সম্মান চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হয়েছে, আর যেকোন শ্রেণীর লোকের জন্য এই দরজা উম্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। তাদের ছোটখাট বিষয়গুলোকেও বড় করে তোলা হয়। এমনকি আমাদের উলামাদের দ্বীনদারি ও ঈমান নিয়ে যথেচ্ছ কথাবার্তা ও কৌতুক করা আজ কলমের মূল পূজি হয়ে গেছে।

কেউ কোন এলাকার দোকান বা বিনোদনকেন্দ্রে প্রবেশ করলে খুব কমই উলামা ও তালাবাদের দোষচর্চা থেকে মুক্ত পাবে। অথচ মহান আল্লাহ আলেমদের জন্য সুউচ্চ মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ সম্মান রেখেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ

"বল, যারা জানে আর যারা জানে না, সবাই কি সমান হতে পারে?" (সূরা যুমার: ৯)

তিনি আরো বলেন:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ

"নিশ্চয়ই আমার বান্দাদের মধ্য হতে আলেমগণই আল্লাহকে ভয় করে।" (সূরা ফাতির: ২৮)

তিনি আরো বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ

"তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্য হতে উলুল আমরদের আনুগত্য কর।" (সূরা নিসা: ৫৯)

সালাফে সালিহীনের মতে উলুল আমর হলেন: আল্লাহওয়ালা আলেমগণ ও শাসকবর্গ।

ইবনুল আরাবী রহ. বলেন: কোন আলেমকে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহওয়ালা বলা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজে ইলম শিখে অন্যকে না শিখাবে ও আমল না করবে। (ফাতহুল বারী ১/১৬২)

ইমাম যাহাবী রহ. বলেন: 'যখনই কোন ইমাম নিজ ইজতিহাদে কোন একটি মাসআলায় এমন ভুল করে, যার ব্যাপারে ওযর গ্রহণ করা যায়, তখন আমরা যদি সাথে সাথেই তার বিরুদ্ধে লেগে যাই এবং তাকে বিদআতী আখ্যায়িত করে পরিত্যাগ করি, তাহলে আমাদের নিকট ইবনে নসর, ইবনে মুনদিহ বা তাদের থেকে বড় কেউও নিরাপদ থাকবে না। একমাত্র আল্লাহই সৃষ্টিজীবকে সত্যের পথপ্রদর্শন করেন। তিনি সকল দয়াশীলদের দয়াশীল। আল্লাহর নিকট কুপ্রবৃত্তি ও কঠোরতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।' (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৪/৩৯)

তিনি আরো বলেন: যেই ইজতিহাদে ভুল করে, তার মাঝে বিশুদ্ধ ঈমান ও সত্যানুসন্ধান থাকা সত্ত্বেও যদি আমরা তাকে বাদ দিয়ে দেই ও বিদআতি সাব্যস্ত করি, তাহলে আমাদের ইমামদের মধ্য হতে খুব কম সংখ্যকই নিরাপদ থাকবে। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহ ও উদারতায় সকলের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। (সিয়ার: ১৪/৩৭৬)

তাদের কি এখনো সময় হয়নি যে, নিজেদের যবানকে সংযত করবে এবং এই অসাড় কাজ থেকে পরিপূর্ণ বিরত থাকবে? আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল।" (সূরা আহযাব: ৭০)

আমাদের নবীজি কি হাদিসে বলেন নি? যা ইমাম তিরমিযী রহ. থেকে বর্ণিত: "মানুষের মুখের ফসলই মানুষকে উল্টোমুখী করে জাহান্নামে ফেলে।"

উবাদা ইবনুস সামিত রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 'যে আমাদের বড়দের সম্মান করে না, আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং আমাদের আলেমদের হক বুঝে না, সে আমাদের দলভূক্ত নয়।' (সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব: ১/১৫২)

যবানকে হেফাজত করা এবং তাকে লাগামহীন ছেড়ে দেওয়া থেকে সতর্ক করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কি বিশুদ্ধ সনদে নির্দেশ আসেনি? যেমন হাদিসের মধ্যে এসেছে: 'মুসলিম সেই, যার যবান ও হাত থেকে অন্য মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে।' (বুখারী, মুসলিম)

যেমনিভাবে মুসলমানদের উপর উলামাদের সম্মান রক্ষা করা কর্তব্য, তেমনিভাবে উলামাদেরও কর্তব্য, নিজেদের সম্মান রক্ষা করা এবং তাদের গোশত ভক্ষণ করার সকল মাধ্যম বন্ধ করে দেওয়া। আর তা নিম্নের কয়েকটি উপায়ে ভাল হবে বলে মনে করি:

১. আলেম যিনি, তিনি ইলম ও আমলে সকলের অনুসরণীয় হবেন। একারণে যাদের ইলম ও আমল পরস্পর বিপরীত, কুরআনে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

"তোমরা কি মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দাও আর নিজেদেরকে ভুলে থাক, অথচ তোমরা কিতাব তেলাওয়াত কর? তোমরা কি এতটুকুও বুঝ না?" (সূরা বাকারাহ: ৪৪)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ

كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

"হে মুমিনগণ! তোমরা এমন কথা কেন বল, যা কর না। আল্লাহর কাছে এ বিষয়টা অতি অপছন্দনীয় যে, তোমরা এমন কথা বলবে, যা তোমরা কর না।" (সূরা আস-সফ: ২-৩)

২. ফাতওয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে যাচাই বাছাই করা এবং তার শর্তগুলো পুরা করা। তাই যখন কোন আলেমের নিকট কোন একটি বিষয়ে ফাতওয়া চাওয়া হবে, তখন তার উপর আবশ্যক হল, গভীর চিন্তা করা, ধীর-স্থিরতা অবলম্বন করা, ফাতওয়া চাওয়ার কারণ, উদ্দেশ্য, তার পরের প্রতিক্রিয়া ও এই ফাতওয়া চাওয়ার চূড়ান্ত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করা। তারপর ফাতওয়ার শর্তগুলো, তথা উসূল, ফুরূ ও বাস্তব ঘটনা বুঝার পর ফাতওয়া দেওয়া। একজন আলেমের জন্য এটা আদৌ ঠিক হবে না যে, একজন এসে কিছু বলে গেল আর তিনি তা যাচাই-বাছাই না করে, অনুসন্ধান ও চিন্তা-ফিকির না করে ফাতওয়া দিয়ে দিলেন এবং এভাবে নিজেকে মানুষের তিরস্কারের পাত্র বানালেন। নিজের তাড়াহুড়া ও

অনুসন্ধানহীনতার কারণে মানুষ তার সম্মানে আঘাত করল ও তার গোশত ভক্ষণ করল!

৩. এমনিভাবে উলামায়ে কেরামকে মানুষের তোষামোদী, বিভ্রান্তি, স্বার্থোদ্ধার ও তাদলীস (অর্থাৎ কথা বলার সময় ঘটনার মাঝখানে কিছু অংশ বাদ দিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা) সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। অনেক মানুষ আছে, উলামায়ে কেরামের নিকট মূল বিষয় অস্পষ্ট রাখে এবং তাদেরকে সদিচ্ছা ও সততা সম্পর্কে উদাস করে ফেলে।

এজন্য আলেমকে সজাগ, সচেতন ও সতর্ক হতে হবে। যেমন ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: "আমি প্রতারক নই, আবার কোন প্রতারক আমাকে প্রতারিতও করতে পারে না।" তবে এটা মানসিক স্বচ্ছতা ও বাহ্যিকতা গ্রহণ করার পরিপন্থী নয়। বরং এর উদ্দেশ্য হল প্রশংসিত সচেতনতা, সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করা।

৪. আলেমগণ কর্তৃক নিজেদের সম্মান রক্ষার উপায়সমূহের মধ্যে আরেকটি হল: হকের ব্যাপারে দু:সাহসী হওয়া। আল্লাহর ব্যাপারে ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনায় প্রভাবিত না হওয়া। তাই তারা অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করবেন এবং সৎ কাজের আদেশ করবেন। আর উম্মতের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উলামায়ে কেরামের মাঝে আজও তাদের জন্য আদর্শ রয়েছে।

দেখুন, হযরত আবু সাঈদ খুদুরী রাযিয়াল্লাহু আনহু মারওয়ান ইবনুল হাকামের কাপড় টেনে ধরলেন, যখন সে ঈদের দিন ঈদগাহে এসে নামাযের আগেই খোতবা দেওয়ার জন্য মিম্বারের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। তিনি প্রতিবাদ করে বললেন: আল্লাহর শপথ! তুমি পূর্বসূরীদের নীতি পরিবর্তন করে ফেলেছ। তখন মারওয়ান বলল: পূর্বের নীতি বাদ।

তাগুতের সামনে আমাদের পূর্ববর্তী উলামা ও দায়ীদের ভূমিকাও আমাদের অজানা নয়। এর সর্বশেষ উদাহরণ হল সৌদ পরিবারের তাগুতের সামনে শায়খ সফর আলহাওয়ালী (আল্লাহ তাকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করুন এবং তাকে সুদৃঢ় ও অটল রাখুন!) এর মহান ভূমিকা। এ থেকে আমরা আমাদের নেতৃস্থানীয় উলামাগণকে উপদেশ দিব, তারা যেন এ সকল বিষয়গুলোর ব্যাপারে সচেতন থাকেন। নিজেদের খোজ-খবর নেন। নিজেদের আমল, কাজকর্ম ও কথাবার্তার ব্যাপারে সচেতন থাকেন। একমাত্র আল্লাহই সঠিক পথের দিশারী।

মোটকথা আমাদের উলামায়ে কেরামের প্রতি আমাদের কর্তব্য হল: আমরা উলামায়ে কেরামের মর্যাদা রক্ষা করব এবং চলমান ইসলামিক যুদ্ধসমূহে তাদের নেতৃত্ব ও জিহাদের ভূমিকাকে মূল্যায়ন করব। আমরা তাদের ব্যাপারে শিষ্টাচার রক্ষা করব।

তাউস ইবনে কাইসান বলেন: আলেমকে শ্রদ্ধা করা সুন্নাহর অন্তর্ভূক্ত। আমাদেরকে আরো বুঝতে হবে যে, অন্য সকল মানুষের মত উলামাগণও ভুল-বিচ্যুতির সম্মুখীন হন। তাই তারা যদি ইজতিহাদে ভুল করেন, তবে আমরা তাদেরকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখব। তাদের ভুলগুলোকে গুণে গুণে রাখব না।

উম্মতের প্রথম প্রজন্ম এই বিষয়টিকে মনের মধ্যে পরিপূর্ণ উপস্থিত রাখতেন। তাদের মাঝে এর পরিপূর্ণ বুঝ ছিল। একারণেই ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন: 'বড় বড় ইমামগণের মুখস্তশক্তি তীক্ষ্ণ থাকা সত্ত্বেও কোন বড় ইমামই ভুল-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত থাকেননি।'

আমাদেরকে আরো বুঝতে হবে যে, সাহাবায়ে কেরামের যামানা থেকেই ইখতিলাফ বিদ্যমান। আর তা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। এজন্য আল্লাহওয়ালা আলেমদের মধ্যকার ইখতিলাফের ক্ষেত্রে আমাদের হৃদয়টাকে প্রশস্ত রাখতে হবে। কারণ প্রত্যেকের নিজস্ব জ্ঞান ও বুঝ থাকে। বিষয়সমূহ বুঝার ক্ষেত্রে প্রত্যেকেরই নিজস্ব মত ও দৃষ্টিভঙ্গি আছে। তাই উলামাদের মাঝে মতভেদ পাওয়া খুবই স্বাভাবিক। আমাদের উচিত আমাদের আলেমদের বক্তব্য ও মতামতগুলোকে উত্তম প্রয়োগক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। আমরা যদিও তাদের মত গ্রহণ না করি, কিন্তু তাদের ব্যাপারে মন্দ ধারণা করব না। তাদের উপর মিথ্যা অপবাদ দিব না।

এটা নিশ্চিত যে, আমরা সমস্ত আলেমদের মতামত গ্রহণ করতে বাধ্য নই, কিন্তু আলেমদের মত পরিত্যাগ করা আর তাদের ব্যক্তিসত্তা নিয়ে সমালোচনা করার মাঝে পার্থক্য আছে। তাই আমরা কোন আলেমের মতের প্রতি আস্থাশীল না হওয়ার অর্থ এই নয় যে, আমরা তাদের সম্মান নষ্ট করব বা তাদের সমালোচনা করব।

আমীরুল মুমিনীন ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন: তোমার মুসলিম ভাইয়ের মুখ থেকে একটি কথা বের হয়েছে, তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত তার একটি ভাল প্রয়োগক্ষেত্র পাও, ততক্ষণ পর্যন্ত তার ব্যাপারে মন্দ ধারণা করবে না।"

এছাড়া আমাদের উপর আরেকটি অবশ্য কর্তব্য হল, আলেমদের দিকে যে সকল কথা সম্বন্ধিত করা হয়, সেগুলোর

যাচাই বাছাই করা। কারণ অনেক সময় তাদের ব্যাপারে বিভিন্ন কথা ছড়ানো হয়, বিভিন্ন উদ্দেশ্যে, যা আমাদের অজানা নয়। আর তাদের দিকে যা কিছু সম্বন্ধিত করা হয়, তার অনেকগুলোই অস্পষ্ট বা তার বিশুদ্ধতার আদৌ কোন ভিত্তি নেই। সমস্ত সৃষ্টিজীবের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে মুসলমানদের আদর্শ হল ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা। উলামায়ে কেরামের সাথে ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য কয়েকটি বিষয় করণীয়:

একজন আলেমের যথাযোগ্য প্রশংসা করা। তার থেকে ঘটে যাওয়া ভুল বর্ণনার ক্ষেত্রে তার সকল ভুলগুলোকেই গুণতে না থাকা এবং তার সম্মানহানীকর কথা না বলা। মানুষকে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আমাদের পুণ্যবান পূর্বসূরী মুহাদ্দিসদের নীতি অনুসরণ করা। তথা শাখাগত বিষয়ে ভুল আর মৌলিক বিষয়ে ভুলের মাঝে ভারসাম্য রক্ষা করা। এমনিভাবে কোথায় ইখতিলাফ সহনীয় আর কোথায় সহনীয় নয় তার মাঝে ভারসাম্য রক্ষা করা। কোন ধরণের বাড়াবাড়ি বা ছাড়াছাড়ি না করা। এখানে আমরা মানুষকে নির্দোষ বানানো বা ভুলের ব্যাপারে চোখ বুজে থাকা বা সত্যের ব্যাপারে চুপ থাকা বা অন্যায়ের প্রতিবাদ না করার প্রতি আহ্বান করছি না। বরং সত্য বর্ণনার ক্ষেত্রে সঠিক পন্থার দিকে আহ্বান করছি, যেখানে উলামাদের সম্মান নষ্ট করা হবে না, বাড়াবাড়িও থাকবে না, ছাড়াছাড়িও থাকবে না, সীমালঙ্ঘনও থাকবে না, সংকীর্ণতাও থাকবে না।প্রত্যেকের উদ্দেশ্যের ব্যাপারে আল্লাই সম্যক অবগত। তিনি প্রতিটি বিষয়ের হিসাব গ্রহণ করবেন।

আর যে সকল আলেম ও তালিবুল ইলমগণ সমালোচনা ও গালাগালের শিকার হন, তাদের কর্তব্য হল সবর অবলম্বন করা এবং আল্লাহকে ভয় করা। তাদের বুঝতে হবে যে, তারা তো নবী-রাসূল আলাইহিমুস সালামদের থেকে শ্রেষ্ঠ নন। তো স্বয়ং রাসূলই তো মানুষের কথাবার্তা ও সমালোচনা থেকে নিরাপদ থাকতে পারেননি। এমনকি ইফকের (অপবাদের) ঘটনায় নিজ স্ত্রীর ব্যাপারে এমনটা ঘটেছে। তাই উলামায়ে কেরামের জন্য আল্লাহর রাসূলের মাঝে আদর্শ আছে। তারা যেন তাঁকে অনুসরণ করে। আর জেনে রাখো যে, শেষ পরিণাম মুত্তাকিদের জন্যই। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَا أَخِي ۖ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا ۖ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

"ইউসুফ বলল: আমি ইউসুফ এবং এই আমার ভাই। আল্লাহ আমাদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন ও ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ সেরূপ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।" (সূরা ইউসুফ: ৯০)

আল্লাহ তা'আলা মূসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে বলেন:

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ۖ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

"মূসা নিজ সম্প্রদায়কে বলল: আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও ও ধৈর্য ধারণ কর। বিশ্বাস কর, যমীন আল্লাহর। তিনি নিজ বান্দাদের মধ্য হতে যাকে চান এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন আর শেষ পরিণাম মুত্তাকীদেরই অনুকূলেই থাকে।"(সূরা আরাফ: ১২৮)

যেহেতু আমরা আল্লাহওয়ালা উলামায়ে কেরামের সম্মানে আঘাত করা ও তাদের সমালোচনা করাকে এমন কোন কল্যাণের দরজা মনে করি না, যার দিকে বান্দাকে দৌড়ে অগ্রসর হতে হবে, সেজন্য আমরা সে সকল ধারবাহিক আক্রমণাত্মক কথাবার্তাগুলোর বিরোধিতা করছি, যেগুলোর সম্মুখীন হয়েছেন আমাদের অনেক আলেম, বিশেষ করে জিহাদ ও রণাঙ্গণের শায়খগণ।

আমরা সকলকে আহ্বান করি, আমরা যেন আলেমদের মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব, কুরবানী, ধৈর্য এবং দাওয়াতের ক্ষেত্রে তাদের অগ্রগামীতার স্বীকৃতি দেই। তাদেরকে সত্যের মুখপাত্র ও তার উপস্থাপক মনে করি, যেটা হল সর্বোত্তম জিহাদ। যেমন ইবনুল কায়্যিম রহ. তার কিতাব "মিফতাহু দারিস সাআদাহ" এর ১/৭০ এ বলেন:

জিহাদ দুই প্রকার: এক. হাত ও অস্ত্রের মাধ্যমে জিহাদ। এতে অংশগ্রহণকারী অনেক। আরেকটি হল: প্রমাণ ও বয়ানের মাধ্যমে জিহাদ। এটা হল রাসূলের অনুসারীদের মধ্য হতে বিশেষ শ্রেণীর জিহাদ। এটা ইমামগণের জিহাদ। দুই জিহাদের মধ্যে এটাই শ্রেষ্ঠ। কারণ এর উপকারিতা ব্যাপক, এর দায়ভার অনেক এবং এর দ্বারা শত্রু অনেক বেড়ে যায়। আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি সমস্ত আল্লাহওয়ালা আলেমদের সম্মান বৃদ্ধি করে দিন, আমাদের পক্ষ থেকে তাদেরকে উত্তম বদলা দিন। তারা যে সকল কষ্ট ও পরীক্ষার সম্মুখীন হন, তা তাদের নেকির পাল্লায় জমা করুন আর আমাদের ও তাদের ইহকালীন ও পরকালীন বিপদ দূর করে দিন! পরিশেষে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।